[2021] 4 এস. সি. আর. 95

সুধা সিং

বনাম

উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও আরেকজন

(2021 সালের 448 নং ফৌজদারি আপিল)

এপ্রিল 23, 2021

[এস. এ. বোবদে, প্রধান বিচারপতি, এ. এস. বোপান্না এবং ভি. রামসুব্রামণিয়ান, বিচারপতি গন]

জামিনঃ ধারা 3 (1)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর ইউ.পি. গ্যাংস্টার/ মস্তান এবং অসামাজিক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন , 1986-- অভিযুক্ত একজন কন্ট্রাক্ট কিলার/ চুক্তিবদ্ধ খুনি এবং শার্প শ্যুটার এবং অভিযুক্ত স্বামীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্রে আপিলকারীর-এর আগে হত্যা, হত্যার চেষ্টা এবং ফৌজদারি ষড়যন্ত্র সহ গুরুতর অপরাধের জন্য 15টি মামলায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল-হাইকোর্ট অভিযোগকারীর উদার শর্তে আপিলের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর করেছে-আদেশ হয়েছেঃ উচ্চ আদালত বেশ কয়েকটি দিক উপেক্ষা করেছে, যেমন সাক্ষীদের সম্ভাব্য হুমকি, বিচারিক আদালতকে সুরক্ষা দিতে বাধ্য করা-এই ধরনের ক্ষেত্রে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আদালত কেবলমাত্র তাদের সামনের পক্ষগুলি এবং প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনাকে বিবেচনায় নিয়ে চোখের পলকে জামিনে অভিযুক্তকে বড় করে না-হাইকোর্ট কেবল অভিযুক্তের পূর্ববর্তী ঘটনা এবং তার অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করে তার কাজগুলি পুনরাবৃত্তি করার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছে-হাইকোর্টের জামিন মঞ্জুর করার আদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে এই আদালত

আদেশঃ 1. হাইকোর্ট বেশ কয়েকটি দিক উপেক্ষা করেছে, যেমন সাক্ষীদের জন্য সম্ভাব্য হুমকি, যা বিচারিক আদালতকে সুরক্ষা দিতে বাধ্য করে। জামিনে থাকা এই ধরনের ব্যক্তিদের মুক্তি সাক্ষীদের এবং পরবর্তী শিকার হতে পারে এমন ভুক্তভোগীর পরিবারের নির্দোষ সদস্যদের উপর যে প্রভাব ফেলবে তা আদালতের বিবেচনা করা প্রয়োজন। [খণ্ড 8] [97-এইচ; 98-এ-বি]

2. কোনও সন্দেহ নেই যে স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও, তবে এই ধরনের অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পেলে ভুক্তভোগী/সাক্ষীদের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য সম্ভাব্য হুমকিকে স্বীকৃতি দেওয়া আদালতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। [খণ্ড 12] [99-বি]

নীরু যাদব বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (2014) 16 এস. সি. সি 508: [2014] 12 এস. সি. আর 453; আশ মহম্মদ বনাম শিবরাজ সিং (2012) 9 এস. সি. সি 446: [2012] 7 এস. সি. আর 584; প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশিস চ্যাটার্জি এবং আরেকজন (2010) 14 এস. সি. সি 496: [2010] 12 এস. সি. আর 1165-এর উপর নির্ভরশীল।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2014] 12 এস. সি. আর 453	**নির্ভরশীল**	**অনুচ্ছেদ 9**
[2012] 7 এসসিআর 584	**নির্ভরশীল**	**অনুচ্ছেদ 10**
[2010] 12 এস. সি. আর 1165	**নির্ভরশীল**	**অনুচ্ছেদ 11**

ফৌজদারি আবেদনের এক্তিয়ারঃ 2021 সালের 448 নং ফৌজদারি আপিল।

2018 সালের 3623 নং ফৌজদারি বিবিধ জামিনের আবেদনে এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের 08.05.2020 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

নির্মল কুমার অম্বস্থ, শ্রীমতী অশ্মিতা বিসারিয়া, আইনজীবীরা আবেদনকারীর জন্য।

শ্রীমতি সৃষ্টি সিং, অজয় কুমার প্রজাপতি, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়েছিল

বিচার

1. অনুমতি মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এটি এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি ফৌজদারি আপিল, যা ইউ.পি. গ্যাংস্টার/ মস্তান এবং অসামাজিক কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন , 1986-এর ধারা 3 (1)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করে।

3. আবেদনকারী হলেন রাজনারায়ণ সিং নামে এক মৃত ভুক্তভোগীর স্ত্রী, যাকে অভিযুক্ত ব্যক্তি হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানে 2 নং উত্তরদাতা, অন্যদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল । 2015 সালের 200 নম্বর অপরাধ মামলা সম্বলিত একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন, পি. এস.-সোধারী, জেলা - আজমগড় , এই বিষয়ে নথিভুক্ত করা হয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 1860 সালের 120-বি ও 302 ধারা এবং 1959 সালের অস্ত্র আইনের 3 ও 25 ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অভিযুক্ত একজন চুক্তিভিত্তিক হত্যাকারী এবং শার্প শুটার বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে,

এর পূর্বে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যার চেষ্টা এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র সহ গুরুতর অপরাধে পনেরোটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

4. রাষ্ট্রপক্ষের মতে, অভিযুক্তরা অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে আজমগড়ে একটি সংগঠিত অপরাধ দল পরিচালনা করে যা ভারতীয় দণ্ডবিধির 16, 17 এবং 22 অধ্যায়ের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। গ্যাংয়ের আসল উদ্দেশ্য হল গুরুতর প্রকৃতির অগণিত অপরাধ করে শারীরিক এবং আর্থিক লাভ করা। এটিও বলা হয়েছে যে এই দলটি যে এলাকায় কাজ করে সেখানে চরম ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে যার ফলে ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতে এবং এর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে বা সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মামলায় সাক্ষ্য দিতে বাধা দেয়।

5. এই ফৌজদারি আবেদনে অভিযুক্ত আদেশের মাধ্যমে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এখানে খুব উদার শর্তে অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করে, যেমন কারাগারের সন্তুষ্টির জন্য ব্যক্তিগত বন্ড কার্যকর করা। তার মুক্তির এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ এবং জামিন প্রদান করা। হাইকোর্ট কেবল অভিযুক্তের পূর্বসূরি এবং তার অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংগঠিত করে তার কাজের পুনরাবৃত্তি করার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছে।

6. আবেদনকারী, যিনি মৃত ভুক্তভোগীর স্ত্রী, বলেছেন যে 2016 সালের 511 নং মামলায় মামলার বিচারের সময় অভিযুক্তদের আচরণ ছিল অসহযোগিতা, প্রথমে সাক্ষীদের জেরা না করে, তারপর তাদের প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা করে এবং তারপর তার অনুচরদের মাধ্যমে সাক্ষীদের হুমকি দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, অভিযুক্তদের আচরণ দায়রা আদালতকে বিচার চলাকালীন আদালতে নিরাপত্তা প্রদান এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে বাধ্য করেছিল।

7. আবেদনকারীর পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে যে, গ্যাংস্টারদের নিয়মিতভাবে জামিন মঞ্জুর অতীতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। আবেদনকারী একজন ব্যক্তি এফ-এর উদাহরণ দিয়েছেন যার বিরুদ্ধে 64 টি ফৌজদারি মামলায় মামলা করা হয়েছিল যার মধ্যে খুন, ডাকাতি, অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন, চাঁদাবাজি এবং ইউপি-গ্যাংস্টার আইন ইত্যাদির অধীনে অপরাধ অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু যিনি জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত, যখন একটি পুলিশ দল একটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করতে যায়, তখন 8 জন পুলিশ নিহত হয় এবং অনেকে গুরুতর আহত হয়। অতএব, আবেদনকারী যুক্তি দেখান যে আদালতকে অবশ্যই মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে যাদের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার হত্যা, ধর্ষণ বা অন্যান্য ধরণের শারীরিক ক্ষতির মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে।

8. আমরা এই মামলায় দেখতে পাই যে উচ্চ আদালত সাক্ষীদের জন্য সম্ভাব্য হুমকির মতো বেশ কয়েকটি দিক উপেক্ষা করেছে, যা বিচারিক আদালত-কে বাধ্য করেছে

সুরক্ষা প্রদান করার জন্য। এটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে, এই ধরনের ক্ষেত্রে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আদালত কেবলমাত্র তাদের সামনের পক্ষগুলি এবং প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনাকে বিবেচনায় নিয়ে কোনও অভিযুক্তকে চোখের পলকে বড় করে জামিনে না দেয়। জামিনে থাকা এই ধরনের ব্যক্তিদের মুক্তি সাক্ষীদের এবং ভুক্তভোগীর পরিবারের নির্দোষ সদস্যদের উপর যে প্রভাব ফেলবে তা আদালতের বিবেচনা করা প্রয়োজন পরবর্তী শিকার হতে পারে।

9. নীরু যাদব বনাম ইউ. পি. রাজ্য এই আদালত ' বলেছিল যে যখন কোনও অবস্থান নেওয়া হয়েছিল যে অভিযুক্ত একজন ইতিহাস সৃষ্টিকারি , তখন হাইকোর্টের পক্ষে প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা আবশ্যক ছিল এবং কৌতুহলীভাবে রেকর্ড করা উচিত ছিল না যে অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী ছিল সমতার ভিত্তিতে।

10. আশ মহম্মদ বনাম শিবরাজ সিং 2 মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছে। যখন নাগরিকরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে ভয় পেত এবং জঘন্য অপরাধগুলি একটি সুশৃঙ্খল সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়াত, তখন আদালত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বোঝা ভারী হয়। এতে অভিযুক্তদের অপরাধমূলক অতীত সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

11. প্রশান্ত কুমার সরকার বনাম আশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও 3, এই রায় দেওয়া হয়েছিল যে এই আদালত সাধারণত কোনও অভিযুক্তকে জামিন মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করার হাইকোর্টের আদেশে হস্তক্ষেপ করবে না। তা সত্ত্বেও, হাইকোর্টের পক্ষে তার বিচক্ষণতা প্রয়োগ করা সমানভাবে আবশ্যক ছিল। এই আদালতের সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনা দ্বারা নির্ধারিত অনুপাতের সাথে বিচক্ষণতার সাথে, সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে মেনে চলা। রায়ে বর্ণিত বিষয়গুলি ছিলঃ

(i) এর জন্য কোনও প্রাথমিক বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি ছিল কিনা বিশ্বাস করুন যে অভিযুক্ত অপরাধটি করেছে;

(ii) অভিযোগের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব;

(iii) দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তির তীব্রতা;

(iv) জামিন পেলে অভিযুক্তের পালিয়ে যাওয়া বা পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা;

(v) অভিযুক্ত ব্যক্তির চরিত্র, আচরণ, অর্থ, অবস্থান ও অবস্থান;

---

1 (2014) 16 এস. সি. সি 508

2 (2012) 9 এস. সি. সি 446

3 (2010) 14 এস. সি. সি 496

(vi) অপরাধের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা;

(vii) সাক্ষীদের প্রভাবিত হওয়ার যুক্তিসঙ্গত আশঙ্কা; এবং

(viii) জামিন মঞ্জুরের ফলে ন্যায়বিচার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা।

12. নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও, কিন্তু আদালতের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিনে মুক্তি পান, তাহলে ভুক্তভোগী/সাক্ষীদের জীবন ও স্বাধীনতার প্রতি সম্ভাব্য হুমকির বিষয়টি স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

13. অতএব, আমরা আপিল মঞ্জুর করি এবং অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করি।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।